আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ দেখছেন শিক্ষা উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৭ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার। তিনি বলেন, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৫ উপলক্ষে জাতীয় মনিটরিং ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

UNIBOTS

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা ১০ এপ্রিল শুরু হয়ে ১৩ মে তত্ত্বীয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৫ থেকে ২২ মে পর্যন্ত।

চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এবারের পরীক্ষায় নানান চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাই যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়াজনিত সমস্যা ও বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির বিষয় মাথায় রেখে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, অসাধু চক্রের যে কোনো অপতৎপরতা প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের গুজব প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরীক্ষা চলাকালে দিনগুলোতে পরীক্ষাকেন্দ্রের আশেপাশে ফটোকপি মেশিন বন্ধ রাখতে হবে। পরীক্ষা শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত দেশের সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

আগাম বন্যাপ্রবণ এলাকায় পরীক্ষা গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। সভায় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। গুজব প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক জনসচেতনতার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও অনুরোধ করা হয়। বোর্ড থেকে দূরবর্তী কেন্দ্রগুলো থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উত্তরপত্র দ্রুততম সময়ে বোর্ডে পৌঁছানোর জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া বোর্ডের কাছের কেন্দ্রগুলো থেকে উত্তরপত্র দ্রুততম সময়ে সরাসরি বোর্ড পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৪২ জন। পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২ হাজার ২৯১টি, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ১৮ হাজার ৮৪টি। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭২৬ জন। পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৭২৫টি, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯ হাজার ৬৩টি। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৩ জন।